এইচ আই ভি/এইডস প্রতিরোধে
গণসচেতনতামূলক নাটক

লিলি বানুঁর সংসার

ড. সুলতান মুহম্মদ রাজীব

এইচ আই ভি/এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক নাটক

লিলি বানুঁর সংসার

ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

মিলি বানুর

সংসার

(এইচ আই ভি/এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতামূলক নাটক)

রচনা

ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক

প্রকাশনায়

ফোরাম ফর কালচার এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
৮২৩/এ, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭২২০০৬৬৭

প্রথম মঞ্চায়নঃ

নারী উন্নয়ন শক্তি

যোগাযোগঃ

ড. সুলতান মুহম্মদ রাজ্জাক
৮২৩/এ, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ
টেলিফোন: ৭২১৬২৭০, মোবাইল: ০১৭২২০০৬৬৭
ফ্যাক্স: ৭২১৭০৩৩, ৭২১৫০০৫
ইমেইল:anupam@bdmail.net
ওয়েব সাইট: http://culturalforum.virtualactivism.net

কুশীলব

তুলী
গায়েন
লিলি
আলম
স্বাস্থ্যকর্মী
গায়েনদল
দর্শক

দৃশ্যঃ১

একজন নাট্যকর্মী ঢোল বাজাতে বাজাতে ঘোষণা দিতে থাকেঃ

> মায়েরা ভাইয়েরা খালারা ফুফুরা এবং ছোট, মাঝারি, বুইড়া বাজানেরা আস সালামু আলাইকুম...
> ক্যারে, আপনেরা সালামের উত্তর দ্যান না ক্যান... আমি আবার সালাম দেই... আস সালামু আলাইকুম...

(এতে দর্শকেরা জোরে সালামের জবাব দিবে)।

> এইবার তাইলে গোল হইয়া বসেন, নিজে দ্যাখেন, আরেকজনারে দ্যাখতে দেন। আমাদের আজকের নাটকের নাম "লিলি বানুর সংসার"। এই নাটকে আমরা একটা নতুন অসুখের কথা বলমু... এই অসুখের চিকিৎসা অহনো বাংলাদেশে নাই...তয় যদি বাংলাদেশের মানুষ একটু বুদ্ধি কইরা চলে তাইলেই এই অসুখ ধারে কাছে আইতে পারবোনা...

হারমোনিয়াম বাজিয়ে সকল "নারী উন্নয়ন শক্তি"র নাট্যকর্মীরা দর্শকের মাঝে আসন নেয়। হারমোনিয়ম বাদক(গায়েন) এবং ঢোলবাদক উদ্বোধনী মিউজিক বাজায়ঃ

নাট্যকর্মীরা সকলে মিলে ধুয়া গায়ঃ

> না বুঝিয়া কইওনা কথা
> আগে বুইঝা লও
> যদি না বুঝো মনের কথা
> লাফাইওনা যথাতথা
> মুখের মধ্যে ছিপি মাইরা
> ঘাপটি মাইরা রও।।
>
> এক যে ছিল বোকাই চন্ডি
> মনের মধ্যে কত ফন্দি
> দাঁত কেলায়ে হাঁসে
> কথায় কথায় রাইগা ওঠে
> আগুন ঝরায় রোষে।।
>
> একবার সে ফাইসা গেল
> না বুইঝা বউ মারিল
> বউ মারিয়া বোকা হইলো
> মানষের কাছে লজ্জা পাইলো
> তার আপন বুদ্ধি দোষে।।

ঢুলি গানের শেষে তেহাই দিয়ে বলে:

আপনে আমারে কইলেন নাটকের নাম অইলো লিলিবানুর সংসার...অহন বোকার কেচ্ছা শুরু করলেন কেমন অইলো...

গায়েন: তুমিও তো না বুইঝা কথা কইতাছো... আচ্ছা তাইলে কই সেই গল্পডা-শুনেন দিয়া মন...

(ঢুলি তাক ডুম তাক ডুম করে ঢোলে চাটি দেয়)

গায়েন: এক দেশে ছিল এক লিলি বেগম, রুপবতী, বুদ্ধিমতি, বিনয়ী...সে ছিল ঐ বোকাচান্দের ঘরে, ঐ ঐ দেখেন তার সংসার...

দৃশ্য:২

লিলিবানু তার উঠান ঝাড়ু দিতে দিতে মঞ্চে প্রবেশ করে।

লিলি: কপাল অইছে আমার। ভাবছিলাম লোকটা জলই, শুনছিলাম রিক্সা চালায়, ডেইলি ২০০ টাকা কামাই করে। অহন দেহি বাড়ীতেই বেশী সময় থাহে। বেলা ১০ টা না হলে ঘুম ভাঙ্গেনা। (ঘরের দিকে তাকায়ে) শুনছেন, উইঠা চোহে মুহে একটু পানি দেন। বেলাতো উইঠা আবার গইড়া গেল। শুনছেন নাকি? *(আলম মিয়া ভেতর ঘরের থেকে বাইরে বেড়িয়ে আসে)*

আলম: তুই কি মনে করছস যে আমি ঘুমাইতেছিলাম। আমি এমনিতেই শুইয়াছিলাম।

লিলি: আচ্ছা না হয় চোখ বন্ধ কইরাই ছিলেন, উঠছেন খুব ভালো অইছে। হাত মুখ ধুইয়া নেন।

(আলম মিয়া একটি সিগারেট ধরায়)

লিলি: যে কামডা দেখলেই আমার মিজাজ খারাপ হয় হেইডা দিয়েই আপনে দিন শুরু করেন। আর কমুনা কোনদিন-যা খুশী তাই করেন।

আলম: হ, আর জীবনেও কইবিনা, তোর ঐ বকবকানি শুনলে আমারও মেজাজ খারাপ হয়। ভদ্দর লোক এক কথা বার বার শুনে?

লিলি: হ, ভদ্দরলোক হইলেতো একবারেই অইতো। আপনের লগে বিয়া অইছে তিন বছর-এই তিন বছর ধইরা আলার তিরিশদিন আপনারে এক কথাই কইতাছি-ঘুমের তেন উইটাই সিগারেট খাইবেন না, পারলে সিগারেট বাদ দেন, এইডা মানুষের জন্যে ভালো অভ্যাস না- কোনদিন শুনছেন আমার কথা?

আলম: তোর কথা আবার শুনতে অইবো কিসের জইন্যে। মাইয়া মানষের কথা কোন পুরুষ মানষে শুনে? শুনছে কোনদিন? আমার বাপ দাদারে দেহি নাই!

লিলি: বাপ দাদার দিন তো গ্যাছেগা, অহন মাইয়ারাও বহুত রকম কাম করতাছে। দেহেন্না হাজার মাইয়ারা গারমেন্টে কাম কইরা খাইতাছে- চোখ কি বন্ধ কইরা রাহেন?

আলম: হ, ঐ রহম তো হালের বলদেও কাম কইরা খায়- তাই বইলা কি হালের বলদকে কেউ কামাইসুদ কয়? তারে অবলা গরুই কয়...মাইয়া মানুষ হইলো গরুর মত অবলা...কাম করলেও অবলা, না করলেও অবলা...

লিলি: আপনের এই কতাডা আর অহন চলেনা। হ, আগের দিনে যহন মাইয়াগরে লেহা-পড়ার সুযোগ ছিলনা, কেউ আইন কানুন জানতোনা-তহন পুরুষ মানষে মাইয়াগরে অবলা কইতো-অহন কেমনে কন! আজকাল মাইয়ারা কম কিসে?

আলম: থাউকগা, তোর প্যাচাল শুননের সময় নাই, নাস্তা পানি রেডি কর- আমি আইতাছি।

(আলম আরেকটা সিগারেট ধরিয়ে বদনা হাতে টয়লেটের দিকে দৌড়ায়)

(বাজনা বেজে ওঠে, গায়েন উঠে দাঁড়ায়)

গায়েন : লিলিবানুর সংসারে দিনের শুরু কেমনে হয় তাতো দেখলেন ।

ঢুলী: হ,

গায়েন: কেমন দেখলা?

ঢুলী: নরম গরম...

গায়েন: নরম গরম কেমনে?

ঢুলী: ঐযে জামাই বেডায় ইট্টু আলসে-ঘোমেতিন উডে ১০টায়...

গায়েন: হ,

ঢুলী: তারপর উইঠাই একহাতে বদনা আরেক হাতে জলন্ত সিগারেট

গায়েন: হ, যেটা সত্যি তাই কইলা, (দর্শককে) লিলিবানু কি তা পছন্দ করে?

ঢুলী: ছোটঘরে যায় যাক-ঐডা বন্ধ করলে তো জামাই বেডায় বিছনা নষ্ট করবো- লিলিবানু শুধু সিগারেট খাওয়া পছন্দ করে নাই...

গায়েন: সবই সুন্দর কইছো.. আসল কথাডা অহনো বাদ রইছে ...

(ঢুলী তার ঢোলে চাটি দিয়ে)

ঢুলী: কইতাছি, কইতাছি... জামাই বেডায় নিজেরে বড় বুদ্ধিমান ভাবে, সে মাইয়াগরে মনে করে গরুর মতো অবলা... মাইয়াগরে বুদ্ধি নাই (দর্শকদের) আমি কি ঠিক কইছি ?

(দর্শকেরা সাড়া দেয়)

গায়েন: হ, হ, ঠিক কইছ, তয় নিজেরে বুদ্ধিমান কেডায় ভাবে কওতো দেহি-?

ঢুলী: বুদ্ধুমান, বুদ্ধুমান... বুদ্ধু...রাম বুদ্ধু...গাইছা বুদ্ধুরাই নিজেরে বুদ্ধিমান মনে করে...

গায়েন: কথাডা মনে রাইখো...চলেন আবার লিলিবানুরে দেইখা আসি...

দৃশ্য:৩

(লিলি বানু একটি সেলাইয়ের ফ্রেম নিয়ে টুপি'র ডিজাইন করছে আর গুন গুন করে গান গাচ্ছে- এমন সময় স্বাস্থকর্মী আপা আসে)

স্বাস্থকর্মী: কেমন আছেন লিলি আপা...

লিলি: আহেন আহেন আপা, খাড়ান,আপনেরে বসার জইন্যে মোড়া আইনা দেই...

স্বাস্থকর্মী: থাক থাক আমি আপনের কাছেই বইতে পারুম...

লিলি: না আপা, আপনের লগে অল্প কথা আমার পোষায়না, একটু খাড়ান..

(লিলি কাছে থেকেই দুটো মোড়া নিয়ে এসে- একটা স্বাস্থকমীর দিকে এগিয়ে দেয় আরেকটাতে নিজে বসে)

কথা যহন আপনার লগে কইমুই তয় আরামে বইসাই কই...

স্বাস্থকর্মী: আপনে খুবই ভালা মানুষ, তয়, মনোযোগ দিয়া কি সেলাই করতেছেন দেখি?

লিলি: এই দেহেন...

স্বাস্থকর্মী: বাহ্, আপনে তো খুব ভালো সেলাই পারেন! এইডা দিয়া কি করবেন?

লিলি: এইডা অইলো টুপির ডিজাইন। এইডা দিয়া সাজের টুপি বানায়-আমি শুধু ডিজাইন কইরা দিতাছি-টুপি বানাইবো আরেকজনে...

স্বাস্থকর্মী: আপনেরে কেডায় দিছে এই কাম?

লিলি: এ সেলাইয়ের কাম এক আপায় দিয়া গেছে ... সাতদিন পরপর আসে... পুরান কামের টাকা দিয়া যায় সাথে পরের সপ্তাহের কাম...নগদ যা পাই তাই লাভ, ঘরেই তো বইসা থাহি...

স্বাস্থকর্মী: খুবই ভালা কাম করেন, এই টাকা দিয়া কি কাম করেন..

লিলি: নিজের টুকিটাকি- আর "নারী উন্নয়ন শক্তি" অফিসে সঞ্চয় করি। ঐ সঞ্চয়ের পয়সাডাই যা- তাছাড়া তো আর কামাই নাই।

স্বাস্থকর্মী: যাইহোক, এভাবেই আস্তে আস্তে কিছু অইবো। মেয়েদের শুধু শুধু ঘরে বসে থাকা ঠিক না, কোন কাজের মধ্যে ভালো ।

লিলি: হ,

স্বাস্থকর্মী: আপা এইবার আমার কথা কিছু কই।

লিলি: কি আর কইবেন এত খাই দাই স্বাস্থ ভালো হয়না। শইল্যে লাগেনা। মানষের কি সুন্দর স্বাস্থ ।

স্বাস্থকর্মী: ক্যান আপনার আবার কি অইলো। আপনার স্বাস্থ তো খুবই ভালো, মোটা হওয়া ভালোনা, শরীর সুস্থ থাকার নামই স্বাস্থ।

লিলি: হেইডা তো লোকজন বোঝেনা, লোকজন মনে করে মোটাসোটা অইলেই বুঝি স্বাস্থ ভালো হয়।

স্বাস্থকর্মী: আমাদের দেশেতো স্বাস্থ সম্পর্কে লোকজন কিছু জানেনা তাই একথা বলে। আপনার শরীর মাশাআলাহ খুবই ভালো। আপা, আজকে আপনারে একটা নতুন রোগের কথা কমু। অসুখটার নাম হইলো এইডস। মানুষ নিয়ম কানুন মাইন্যা চলে- এই রোগ কোনদিনও হয়না-কিন্তু রোগ হইয়া গেলে ভয়ংকর বিপদ ।

লিলি: ক্যামনে?

স্বাস্থকর্মী: অহনো এই রোগের চিকিৎসা নাই বলেই চলে...

লিলি: আপনে কি ক্যানসারের কথা কইতাছেন?

স্বাস্থকর্মী: না, এইডা ক্যানসারের চাইতেও মারাত্মক অসুখ, অসুখের নাম এইডস...

লিলি: এইডস?

স্বাস্থকর্মী: হ, এইডস...সারা দুনিয়ায় রোগ ছড়াইয়া পড়ছে...

লিলি: সারা দুনিয়ায়! আলা তাইলে তো দুনিয়াই শ্যাষ...

স্বাস্থকর্মী: হ, কোন কোন দ্যাশে বহু জোয়ান মাইয়া, বেডা, শিশু মইরা যাচ্ছে-দ্যাশই প্রায় বিরান অইয়া যাচ্ছে...

লিলিঃ ও আল্লা, তাইলে তো মানুষ মরার মড়ক লাগছে-মোরগ-মুরগীর মড়ক দেখছি-একবার আমগো গেরামের বাড়ীৎ আটটা মুরগী একবারে মইরা গেল!

স্বাস্থকর্মীঃ হ, তা আপনে এইডস রোগরে মানুষ মরার মড়ক কইতে পারেন, এই অসুখ অহন ইন্ডিয়ায় খুব অইতাছে...

লিলিঃ অমা, তাইলে তো বাড়ীর কাছেই চইলা আইছে !

স্বাস্থকর্মীঃ না, খালি বাড়ীর কাছেই না অহন দ্যাশের মইধ্যে আইসা গেছে!

লিলিঃ কি কন আপা, আমগো দ্যাশে ঐরহম একটা মারাত্মক অসুখ বিসুখ আইসা গ্যাছে? আল্লা...! তাইলে আমরা বাঁচুম ক্যামনে ?

স্বাস্থকর্মীঃ হ, এডাই অইলো অহনকার জরুরী কথা-এইডস রোগ থিকা অহন আমরা বাঁচুম ক্যামনে!

দৃশ্যঃ৪

(ঢোল ও কাঁসি বেজে ওঠে, দর্শকদের দৃষ্টি সেদিকে যায়)

ঢুলীঃ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আইলো

গায়েনঃ নাটক জুইমা গেছে- অহন দিলা দুধের মধ্যে গো'চনা ঢাইলা...

(ঢুলী ঢোলের তালে তালে ছড়া কাটে অথবা সুর করে গায়-ইত্যবসরে স্থান পরিবর্তন করে)

ঢুলীঃ আমার মাথায় একটা প্রশ্ন আইলো
তাইতো মাথায় ভূত চাপিলো
ভয়ে আমার বুক কাঁপিলো
তাইতো ঢোলে দিলাম চাটি
তাক ধিনা ধিন ধা-
ভূতটা চইলা যা...

গায়েনঃ আরে ঢুলি
অ' জাগা'য় দিছো চাটি
নাটক হইলে মাটি
দর্শকে তুলবো চটি (পায়ের স্যান্ডেল খুলে দেখায়)
এইহ্যানেই ফিনিশ
পাইবানা আর গোরের মাটি

ঢুলীঃ তাই বলে আমার প্রশ্নের জবাব পামুনা...
আমার প্রশ্নের যদি জবাব না পাই
তাইলে এই থাকলো আপনার ঢোল
অহন আমার নিজের পথে হাঁটি...

গায়েনঃ দাঁড়াও, দাঁড়াও...
তুমি গেলে কেডায় দিবো চাটি
আমার সবকিছুতেই মাটি

কও, কও তোমার প্রশ্ন কি?

(ঢুলী ঢোল তার কাঁধে তুলে নেয়)

ঢুলীঃ ঐযে আপারা কইতেছিলো অসুখ বিসুখ- অসুখ তো বুঝলাম ধরেন, টিবি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, সিবলিস, গনোরিয়া...এইগুলো অইলো অসুখ...তাইলে বিসুখটা কি?

গায়েনঃ এই কথাডার মানে তো আমি জানিনা, (দর্শকদের) আপনেরা কেউ জানেন নাকি? কেউ জানেন? আমার মনে হয় ঐযে অসুখের কথা কইলো টিবি, ম্যালেরিয়া, কলেরা, সিবলিস, গনোরিয়া...এ ধরণের অসুখ কারো হইলে তার নিজের শাক্তি থাকেনা, পরিবারে শাক্তি থাকেনা, সমাজে শাক্তি থাকেনা, কাজকর্মে, রোজগারে কোন জায়গায় তার সুখ থাকেনা-এইডা অইলো বিসুখ...

ঢুলীঃ বোধহয় ঐ রহমই কিছু একটা অইবো...তাইলে অসুখ থেকে সাবধানে থাকলে বিসুখ থেকেও বাঁচা যায়...

গায়েনঃ না, মাঝে মাঝে তো সংসারেও বিসুখ লাইগা যায়..যেমন আমগো লিলিবানুর সংসারে..

ঢুলীঃ কেমন?

গায়েনঃ তার আগে আমার একটা প্রশ্নের জবাব তোমারে দিতে অইবো

ঢুলীঃ প্রশ্নের জবাব দিতে পারি নাই বলে স্কুল থিক্যা পালাইছি...দেখি চেষ্টা কইরা...

গায়েনঃ ধরো, তুমি জানো পথের ধারে একটা বাঘ বইসা আছে, একদম রয়েল বেঙ্গল টাইগার...খিদায় তার প্যাট চিন চিন করতাছে-মানুষ বা পশু যাই তার সামনে যাইবো, তারেই ধরবো হালুম কইরা। এমন সময় তুমি দেখলা, তোমার এক শত্রু ঐ পথ দিয়া যাইতাছে...তুমি কি করবা, বিচার কইরা কও।

ঢুলীঃ আমি কমু... কি কমু...(দর্শকদের) ভাই আপনেরা আমারে কইয়া দেন, একটু সাহায্য করেন, যাইতে দিমু, না- যাইতে না করমু ... যাইতে দিমু- না- যাইতে না করমু

দর্শকঃ যাইতে না করমু-কারণ, আমি মানুষ...আমি জাইনা শুইনা শত্রুকেও বাঘের মুখে দিতে পারিনা...

গায়েনঃ এইডাই অইলো মনুষত্বের কথা... যে বাঁচায় সেই বড়, যে মারে সে বড় না...আমগরে সবার উচিৎ নতুন কোন রোগ বালাই, বিপদ আপদ আইলে অন্য মানুষরেও সাবধান করা ...

দৃশ্য:৫

(আলম ভাত খাচ্ছে এবং লিলি কিছু বলছে এবং পাখা দিয়ে বাতাস দিচ্ছে)

লিলি: স্বাস্থকর্মী আপায় কইছে, সাবধান হওয়া ভালোনা...

আলম: (ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে), উনি কি মনে করেন যে, আমি রিক্সা চালাইতে গিয়া খারাপ মাইয়াগো লগে মেলামেশা করি, আমি কি লুচ্চা বদমাইস, যে সিবলিস, গণোরিয়া, ঐ কি ঘোড়ার ডিমের অসুখ এইডস ফেইডস বাধামু... আমারে তুই সন্দেহ করস না...!

(ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে-লিলির পাখা থেকে কেড়ে নিয়ে একটা আঘাত করে, লিলি দুরে সরে যায়)

লিলি: আমি আপনারে ঐভাবে কই নাই...

আলম: কিভাবে কইছস, আমারে কি বুঝাইতে চাস- তোর কতা আমারে শুনতে অইবো, মাগী মানষের কথামতো আমারে চলতে অইবো... মাইর না দিলে তুই ঠিক অইবিনা... (পাখা দিয়ে আরেকটা আঘাত করে লিলি পিছাতে পিছাতে গায়েনদের সামনে চলে আসে, আলম তাকে তেড়ে আসে, এদিকে ঢুলী ***আরে করেন কি, করেন কি, থামেন থামেন*** বলতে বলতে তার সামনে দাঁড়ায়)
(আলম িক্ষপ্তভাবে বলে), সইরা দাঁড়ান, আমার বউরে আমি মারুম তাতে আপনার কি? সরেন, আমার সামনেত্তিন সইরা দাঁড়ান..

গায়েন: একটু দাঁড়ান বাজান...

আলম: শালিরে আইজকা মাইরাই ফেলামু...সামনে ভাত দিয়ে যে কথা মুহে আনা যায়না সেই কথা কইয়া আমার মাথা নষ্ট কইরা দিছে...

গায়েন: আচ্ছা, আপনে মেহেরবানী কইরা একটু বসেন...(লিলিবানুর দিকে) আপনে কি কথা কইছিলেন আম্মা...

লিলি: আমি এইডস রোগের কথা কইছিলাম...

গায়েন: এইডস রোগেরতেন সাবধান হওয়ার কথা কইছিলেন?

লিলি: জ্বে...

ঢুলী: তয়, (ঢোলে চাটি দেয়)
আবার একটা প্রশ্ন আইলো মনে
কথা আছে তোমার সনে...

গায়েন: আমার সনে?

ঢুলী: হ, তোমার সনে...
ওরে যারে আমি বিয়া করলাম
মনে প্রাণের দোসর হইলাম
না বুঝিয়া, না শুনিয়া
কেমনে তারে মারি
আমি কি কইতে পারি
যে, আমার বউ আমি মারুম-
আমার এই প্রশ্নের জবাব কি
আমার বউ আমি মারুম-?(দর্শকদের)

দর্শক: না

গায়েন: আইনে এই কথার জন্যেই ফাইসা যাইবে...

ঢুলী: আমি আমার প্রশ্নের জবাব পাইয়া গেছি...

গায়েন: যে কথা লিলিবানু কইতে পারে নাই সেই কথা আমি কমু...

(গায়েন গান ধরে)

জ্ঞানী গুণী যারা এখন দুনিয়াতে আছে
এক চিন্তায় তাদের মাথার চুল পাকতাছে
এইডস নামের একটা রোগ আবিষ্কার হয়েছে
যার কোন ওষুধ নাই, সেই চিন্তায় মরতাছে।।

আফ্রিকাতে এই অসুখ প্রথম দেখা যায়
তারপরেতে সারা বিশ্বে খুব দ্রুত ছড়ায়
বর্তমানে তিনশ রোগী বাংলাদেশে আছে
চোখের আড়াল দিয়া ভাইরে তাও বাইড়া যাচ্ছে।।

(ঢুলী ঢোলে চাটি দিয়ে থামিয়ে)

ঢুলী: অধম এ ঢুলী কয়
মনে আবার প্রশ্ন উদয়
চোখের আড়াল দিয়া বাইড়া যাচ্ছে এই কথাডার মানে কি?

গায়েন: তাইলে আমার একটা প্রশ্নের জবাব দেও...

ঢুলী: চেষ্টা করে দেখি..কন?

গায়েন: আচ্ছা কও, প্রকৃত বন্ধু কেডায় আর সবচে মারাত্মক শত্রু কেডায় ?

ঢুলী: প্রকৃত বন্ধু, যে আমারে কথায় কথায় ভালোবাসে, আমার গুণ কের্তন করে, দৈনিক খোঁজ খবর রাখে..

গায়েন: আরে ঐডাতো, মোসাহেব চামচারাও করে...নিজের কোন না কোন স্বার্থ আদায়ের জন্য ঐসব। প্রকৃত বন্ধু অইলো যে তোমার ভুল ধইরা ধইরা ত্যাক্ত বিরক্ত করে...তুমি ত্যাক্ত বিরক্তও হও, আবার সাবধানও হইয়া যাও...এইবার কও সবচে মারাত্মক শত্রু কেডায়?

ঢুলী: একটা যহন কইয়া দিছেন তহন আরেকটাও কইয়া দেন...

গায়েন: আপনেরা কইবেন সবচে মারাত্মক শত্রু কেডায়(দর্শকদের)?

দর্শক: আপনেই কন...

গায়েন: সবচে মারাত্মক শত্রু অইলো, যে বন্ধুর বেশ ধইরা থাকে, যারে চেনা যায়না...বন্ধুর বেশ ধইরা যে শত্রু থাকে, সেতো যে কোন সময় ক্ষতি করতে পারে, পারেনা(দর্শকদের)? এইডা কইলাম এর কারণ হইলো- এইডস রোগ- যার কথা কইতেছিলাম, এর জীবাণূর নাম এইচ. আই. ভি, যা মানুষের রক্তে গিয়া বন্ধুর বেশ ধইরা ফেলে, তারপর আস্তে আস্তে মানব দেহ ধবংস করতে থাকে...

ও তুমি বন্ধুর বেশে আইলা
কত কেচ্ছা গাইলা
সময় বুইঝা বুকে ছুরি
মারলারে বন্ধু...।।

ঢুলী: তাইলে ঐরহম মারাত্মক রোগ থেকে বাঁচনের রাস্তা কি?

গায়েন: কইতাছি দাঁড়াও, এইডস রোগের জীবানু মানুষের শরীরে ঢুকতে পারে তিন ভাবে। পয়লা নাম্বার হইলো নারী পুরুষের মিলনের মাধ্যমে, যদি নারী পুরুষের কারো এই রোগ থাইকা থাকে-নারীর থাকলে পুরুষের মধ্যে যাইবো, পুরুষের থাকলে নারীর মধ্যে যাইবো...নারীর এই রোগ হইলে তার গর্ভে যে শিশু পয়দা হইবো... সেই শিশুর দেহে এই রোগ চইলা যাইবো...

ঢুলী: বুঝলাম, যদি নারী পুরুষ মিলনের সময় কনডম ব্যবহার করে!

গায়েন: তাইলে এ জীবাণূ এক দেহ থেইকে আরেক দেহে যাইতে পারলোনা- অসুখেও ধরলোনা..

ঢুলী: তালি কনডম এইরোগ ঠেকাইতে পারে.. তারপর...

গায়েন: দুই নাম্বার হইলো-ইঞ্জেকশনের সুঁই বা অপারেশনের যন্ত্রপাতিতে যদি এই রোগের জীবানূ থাকে, তা যদি ঠিকমত জীবানূ মুক্ত না থাকে, তাইলে যার দেহে ঐসব সুঁই বা অপারেশনের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হবে তার শরীরে ঐ রোগ চইলা যাইবো...

ঢুলী: এই রহম আমার যদি হয়, ইঞ্জেকশনের নতুন সুঁই কিইনা নিমু আর অপরেশন হইলে আমি ডাক্তাররে জিগামু যন্ত্রপাতি ঠিক আছে কিনা...

গায়েন: আর তিন নাম্বার হইলো, মানষের কোন কোন সময় রক্ত নিতে হয়, কিডনী বদলাতি হয়, যে লোকে কিডনী বা রক্ত দিলো তার যদি এইডস থাইকা থাকে, তাইলে ঐগুলো, যে নিবো তার এইডস হইবো...

ঢুলী: এইহ্যানেও আমি ডাক্তাররে জিগামু আমি যা নিতাছি হে গুলান কি ঠিক আছে ?

গায়েন: হ, তুমি ঠিক কইছো-তিনডা কথা মনে রাইখেন-নারী পুরুষের মিলনে কনডম ব্যবহার..

ঢুলী: আর যেখানে সেখানে যাওয়া বিপদ...(ঢোলে চাটি দেয়)

গায়েন: ইঞ্জেকশনের সুঁই বা অপারেশনের সময়...

ঢুলী: ডাক্তাররে জিগামু... (ঢোলে চাটি দেয়)

গায়েন: রক্ত বা কিডনী বদলের সময়..

ঢুলী: ডাক্তাররে জিগামু... (ঢোলে চাটি দেয়)

গায়েন: (দর্শককে) মনে রাইখেন, এইডস রোগ আমগো ঘুঁইজা বেড়ায়না, আমরা নিজের ভুলে অসুখ আমগো শরীরে টাইনা আনি...অহন আপনে কিছু কন (আলমকে)

আলম: আমি আর কি কমু (লিলিকে) তুই কি এই কথা কইতে চাইছিলি ?

লিলি: আমি তো এই কথাই কইতে চাইছিলাম, আপনে কি আমার কথা হুনেন, উল্টা আমার বা মা তুইলা গালাগালি করলেন...

আলম: তালি আমি মাফ চাই... আমারে মাফ কইরা দে...

গায়েন: আচ্ছা, ঝগড়া শ্যাষ করেন, আমগো পুরুষ মানষের বড় দোষ.. আমরা বউয়ের কথা কানেই তুলিনা..তারাও তো সংসারের ভালোর জন্যেই চিন্তা করে...অহন থেকে শুনবেন... তাইলে একসাথে ভালেভাবে বাঁচতে পারবেন...

ও তুমি বাঁচতে চাইলেই বাঁচতে পারো
বাঁচা তোমার হাতে
আবার মরতে চাইলেও মরতে পারো
সবই তোমার সাথে।।

বাঁচার মতো বাঁচতে হলে
সুস্থ থাকা চাই
নিয়ম কানুন মানো যদি

ভয়ের কিছু নাই।
তুমি ভালো কাজে মন দিলে
সবাই পাবে সাথে।।

মন ও হুঁশ আছে যাহার
সেই হলো মনহুঁশ
সেখান থেকেই হলো ভাইরে
আজকের এই মানুষ
ও তুমি নিজেকে গড়ো নিয়ম মেনে
দেখবে জগৎ তোমার সাথে।।

(গানের শেষ পর্বে কুশীলবরা লাইনে দাঁড়ায়-গান শেষে দর্শকদের কুর্ণিশ করে)

লেখকের অন্যান্য উলেখযোগ্য উন্নয়ন নাটক

লিলি বানুর সংসার (এইডস)
প্যান প্যানানি(পানি ও পয়ঃ)
এক যে ছিল রাজা (শিশু অধিকার)
সিন্ড্রেলা(শিশু শ্রম)
জনগণের পালা(গণতন্ত্র)
হাঁসুবিশুর গল্প (শিশু শ্রম)
চশমা(শিশু শ্রম)
সবার উপরে মানুষ সত্য(জেন্ডার)
নারী উন্নয়নের জারী(জেন্ডার)
টিকা'র জারী

141 Questions Session on Culture and Development of Universal Forum on Culture, Barcelona-2004. Prof. S. M. Razzak is replying the audience

Prof. Sultan Muhammad Razzak (1959) obtained a Masters in Bengali Literature from the University of Dhaka (Bangladesh) and two Doctorate degrees in Sociology and Cultural Communication in Development and in the Mass Media. He has also been awarded an Honorary Doctorate for his exemplary contribution to the protection of cultural rights and the promotion of peace, religious rights and the rights of indigenous peoples, human rights, democracy and communal harmony.

He has written and directed more than twenty plays for theater, over a thousand songs and numerous articles and presented papers in different conferences and Universities on various aspects of development and its relationship with culture. He has investigated the serious situation facing the country's poor children, focusing on the psychological state of children in impoverished families and children workers in Bangladesh and has participated in a study observing the culture and tribal lifestyle in border regions.

In 1997, he set up the monthly electronic newspaper KRISHTI KATHA (Talking about Culture). He is a founding member of the Graam Theater (the people's theatre) and has set up a national theatrical movement with 180 grass-roots theatrical organizations from all over Bangladesh.

He is at present UNESCO Fellow on UNESCO Expert Leader. He is involved as Steering Committee member of INCD, Advisor of World Culture Open, Advisor of different leading Universities and International cultural networks.

যাঁরা এই নাটকটি মঞ্চায়ন করবেন, অনুগ্রহ করে সংযুক্ত ছক পূরণ করে নিম্ন ঠিকানায় পাঠালে বাধিত হবো।

ফোরাম ফর কালচার এন্ড হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট
৮২৩/এ, খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯, বাংলাদেশ
মোবাইল: ০১৭২২০০৬৬৭

নাটক মঞ্চায়ন তথ্য:

সংগঠনের নাম ঠিকানা	
সংগঠনের পরিচালকের নাম	
নাট্য পরিচালকের নাম	

মঞ্চায়নের তারিখ	**স্থান**	**মঞ্চায়নের সংখ্যা**	**আনুমানিক দর্শক**

ক্রমিক	দর্শকের মন্তব্য
১	
২	
৩	

সংগঠনের অথবা নাট্য পরিচালকের বিশেষ মন্তব্য

অনগ্রহ করে ২টি ছবি সংযুক্ত করুন

স্বাক্ষর ও সংগঠনের সীলমোহর